এম্,পি,প্রোডাক্‌সন্সের
দ্বিতীয় নিবেদন-
উত্তরায়ণ
২১-১১-৪১
পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া

উত্তরায়ণ

অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে

এম. পি. প্রোডাক্‌সন্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আগামী চিত্র

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

দিকশূল

পরিচালক : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

∴

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাস অবলম্বনে

অভয়ের বিয়ে

পরিচালক : সুশীল মজুমদার

—ভূমিকায়—

অহীন্দ্র, ছায়া, ছবি, রেখা, ধীরাজ
প্রভৃতি

পরিবেশক :

ডি ল্যুক্স্ ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সংগঠনকারীগণ

প্রযোজক পরিচালক চিত্র-শিল্পী	}	প্রমথেশ বড়ুয়া
সুর-শিল্পী	...	তিমিরবরণ
শব্দধর	...	গৌর দাস
রসায়নাগারিক	...	ধীরেন দাসগুপ্ত
সম্পাদক	...	কালী রাহা
ব্যবস্থাপক	...	প্রভাত মিত্র
শিল্প-নির্দ্দেশক	...	তারক বসু

সহকারী

পরিচালনায়	...	বিভূতি চক্রবর্ত্তী, মণি ঘোষ
চিত্রগ্রহণে	...	সুধীর বোস, অমল সেন, সাধন রায়, উমেদী গুপ্ত
সঙ্গীতে	...	হরিপদ রায়
শব্দগ্রহণে	...	সত্যেন ঘোষ
রসায়নাগারে	...	মথুরা ভট্টাচার্য্য, শম্ভু সাহা, দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জু
স্থির চিত্রগ্রহণে	...	বিনয় গুপ্ত
সম্পাদনায়	...	নারায়ণ দাস
রূপসজ্জায়	...	রামু
কারু-শিল্পে	...	শম্ভু মিত্র ও নবরু

ইন্দ্র মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

চরিত্র-পরিচয়

সলিল	...	...	... বড়ুয়া
আরতি	...	...	... যমুনা
স্বর্ণলতা	...	...	... মেনকা
অতুলেশ্বর সেনগুপ্ত	...	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
মিষ্টার সেন	...	...	ইন্দু মুখার্জী
ডাক্তার চ্যাটার্জী	...	...	সন্তোষ সিংহ
মহামায়া	...	...	... রাজলক্ষ্মী
দিদিমা	...	...	... গিরিবালা
সুন্দরা	...	...	... ঊষা দেবী
রজনী	...	...	... সরস্বতী
মাধবী	...	...	... নমিতা
রামরূপ	...	...	... তুলসী চক্রবর্ত্তী
ডাক্তার বোস	...	...	প্রভাত মিত্র
„ কাপুর	...	...	বিক্রম কাপুর
„ রায়	...	...	মন্মথ ভট্টাচার্য্য
সাঁওতালী মেয়ে	...	...	প্রতিভা
গ্রামের মেয়ে	...	...	নীলিমা

প্রভৃতি

ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ঃ
কে, আর, লিঞ্চ এণ্ড কোং
১১৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা
এবং
শান্তি ফার্ম্মেসী, রসা, টালীগঞ্জ
সৌজন্যে

কাহিনী

লক্ষপতি অতুলেশ্বর সেনগুপ্তের মেয়ে আরতি। মুসৌরিতে বেড়াতে গিয়ে আলাপ হ'লো জমিদারের ছেলে সরোজ গুপ্ত, ওরফে, সলিলের সঙ্গে। সলিল তার দিদি আর ভগ্নীপতি সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার সেন পাহাড়ের হাওয়া খেলেন, উপরন্তু, সলিল গুপ্তর প্রাণে এসে লাগলো এক নতুন হাওয়া। আরতিকে সলিল ভালবাসলো।

অতুলেশ্বর বাবুর একমাত্র মেয়ে আরতি। যখন সলিলের দিদি সুন্দরা তাদের তরফ থেকে বিয়ের কথা পাড়লেন, তখন অতুলেশ্বর বাবু হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেলেন। রূপে, গুণে, সলিলের মত ছেলে পাওয়া ভার।

কিন্তু, মায়ের মত হবে কি ?

সুন্দরা বল্লে—"সে ভার আমার। মা গেছেন তীর্থ করতে। ফিরে এলে কলকাতায় গিয়েই সব পাকাপাকি করে ফেলবো।"

মনের আনন্দে শৈলবিহার শেষ করে অতুলেশ্বর ফিরে গেলেন এলাহাবাদ—তাঁর কর্ম্মস্থলে। আরতির দিন সুখে দু'খে কাটতে লাগলো। নারী জীবনের সেই চিরস্মরণীয় বিবাহ দিন। তারই আশায়

দিন গুণছে আরতি। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, বাপকে সঙ্গীহারা ক'রে চলে যাবে, সেই গভীর দুঃখও তার বুক জুড়ে রইল।

অতুলেশ্বর বলেন: "বাপের ঘর অন্ধকার করে আর একটা ঘর আলো করতে যাবি মা, এর চেয়ে কাম্য আর কিছু আছে কি?" বুড়ো বাপের চোখে জল, মুখে হাসি।

এমনি সময় দৈবদুর্বিপাকে লক্ষপতি অতুলেশ্বরের ঘর থেকে চঞ্চলা লক্ষ্মী চলে গেলেন। ব্যবসায় লোকসান হ'লো। লক্ষপতি অতুলেশ্বর, হ'লেন পথের ভিখিরী অতুলেশ্বর!

আরতি বললে—"তা হোক্ বাবা, তুমি আমার জন্যে ভেবোনা। ওঁরা ত'—"

অতুলেশ্বর বাধা দিয়ে বললেন—"না না, তা নয়, আমার মেয়েকে শুধু হাতে ওঁদের কাছে পাঠাব কি করে'?" দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়, অপমানে, অনুশোচনায়—অতুলেশ্বর আত্মহত্যা করে' ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

এমনি সময় তীর্থ থেকে ফিরে এসে মা শুনলেন তাঁর ছেলের বিয়ে। তারা নিজেরাই ঠিক করেছে। তিনি বললেন—"এ-ত, হ'তে পারে না, সুন্দরা! আমি তীর্থের সহযাত্রী একটী মেয়েকে বৌমা ক'রে ঘরে আনবো ব'লে কথা দিয়ে সত্যবদ্ধ হয়েছি।"

জমিদার গৃহিণীর মুখের কথাই যথেষ্ট। কিন্তু সলিল বলে বসলো, তা হ'লে সে বিয়েই করবে না। মা চাইলেন কাশী যেতে। বললেন—"আমার আড়ালে তোমাদের যা ইচ্ছে করো। সলিল তো এখন সাবালক হয়েছে।"

এমন সময় খবরের কাগজের মারফতে এলো খবর, অতুলেশ্বর সেনগুপ্ত আত্মহত্যা করেছেন!

সলিল মায়ের বিনা অনুমতিতে এলাহাবাদে গেল। আরত্তিকে বললে—"চল আমার সঙ্গে—"

যাবার দিন সলিল বললে—"একটা কথা তোমায় না জানিয়ে আমার সঙ্গে তোমায় নিয়ে যাওয়া অন্যায় হবে। মায়ের এ-বিয়েতে মত নেই। কাজেই আমরা অন্যত্র থাকবো। তারপর একেবারে বিয়ের

পর দুজনে মার কাছে উপস্থিত হ'বো। মা আমায় খুব ভালবাসেন। তিনি না বলতে পারবেন না।"

একথা শুনে আরতি বললে—"আপনি ফিরে যান সলিলবাবু। আমি যাবো না।"

"তবে তুমি কি করবে?"

"সে ভাবনা আমার—আপনার নয়। আপনাকে শুধু এইটুকু বলছি যে আপনার মায়ের অমতে আমি আপনাদের সংসারে গিয়ে আপনাদের শান্তিভঙ্গ করতে চাই না।"

ধনীর দুলালী আরতি তার জানাশোনা লেডি ডাক্তার মাধবী-দির কাছে চলে গেল। আর সলিল হতবাক্ হ'য়ে ফিরে এল তার মায়ের কাছে।

দিন যায়।

আরতি আজকাল দশ টাকা মাইনের একটী ইস্কুল-মাষ্টারী ক'রে। তারপর প্রাইভেট টিউশনী করে দিবারাত্র অবিশ্রাম পরিশ্রম ক'রে তার দিন চলে। কারুরই ঋণ সে রাখবে না—কারুরই কাছে মাথা নোয়াতে রাজী নয় সে।

কিন্তু মাথা নোয়াতে হ'লো অদৃষ্টের কাছে—যেদিন সে জর গায়ে এসে বিছানা নিলো। তার দারিদ্র্য-পীড়িত ক্ষীণ দেহ আর বইতে পারছে না!

আরতি বললে—"মাধবী-দি—আর যে পারিনা……"

আরতির টাইফয়েড—অর্থের প্রয়োজন। মাধবী খবর নিয়ে সলিলকে টেলিগ্রাম করলে। সলিল ছুটে এলো। চিকিৎসার সুব্যবস্থাও হ'লো। প্রায় যখন সেরে উঠেছে তখন অনুনয় করে, অনুরোধ করে, সলিল আরতিকে নিয়ে গেল স্বাস্থ্যাবাস আসানপুরে, তার নিজের বাড়ীতে। সেখানে কেউ থাকে না। একটি ঝি রাখলে। মাধবী-দিও কিছুদিন রইল। আরতি বেশ সেরে উঠলো।

একদিন তারা সাঁওতালী পরব দেখতে গেল। তাদের স্বামী-স্ত্রী ভেবে সাঁওতালরা কত ঠাট্টা করলে, গান গেয়ে। লজ্জায় আরতির কান রাঙা হয়ে উঠলো। তার ওপর তার ঝি'র কথা:

"আহা! এমন ভালবাসা যে লোকে নিজের স্বামীর কাছেও পায় না!"

ছি! ছি! ছি!—আরতি ভাবলে—আজ বুঝি জগতের কাছে তার এই পরিচয়! আরতি কাউকে কিছু না বলে, সেই রাত্রে কোথায় যে চলে গেলো, কেউ জানতে পারলে না। শুধু সলিলের নামে একটা চিঠি রেখে গেল।

"অকৃতজ্ঞতার সীমা আর রাখলাম না। ক্ষমা চাইব কোন মুখে? আমায় ভুলবার চেষ্টা করবেন।

প্রণাম—

আরতি।"

সাথীহারা সলিল বাড়ী ফিরে এল।

মা বললেন—বিয়ে কর। অন্য সকলেও বললো—বিয়ে করতে। ভগ্নোৎসাহ সলিলের উপরোধ এড়াবার শক্তি আর নেই। মায়ের উদ্যোগে সেই তীর্থযাত্রী গরীবের নাতনী স্বর্ণলতার সঙ্গে সলিলের বিয়ে হয়ে গেল।

দিন যায়। সলিল যত আরতিকে ভুলতে চায়, ততই তার স্মৃতি যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

স্বর্ণ বেচারা সলিলকে ভালবেসে পাগল। সলিলকে পেয়ে সে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। সলিলের মা তার সুশিক্ষার বন্দোবস্ত সব কিছু করেছেন। কিন্তু স্বর্ণ সৌখিন জিনিষ শিখতে চায়। লেখাপড়া, রান্নাবান্না তার কাছে যেন বিষ। একদিন সে মা'র মুখের ওপরই বলে বসল—

"ও সব আমি পারবো না। বড়ঘরে বিয়ে করে ত' আমার ভারী হ'লো দেখছি।"

তার ওপর স্বর্ণ বুঝেছে যে সলিল তাকে সম্পূর্ণ ভালবাসে না।

গরীবের ঘরের আদরের মেয়ে স্বর্ণ কিছুতেই মার্জ্জিত রুচি জমিদার ঘরের সঙ্গে মিশ খেয়ে চলতে পারে না। অশান্তি, কলহ, তার ওপর স্বর্ণ বুঝেছে যে স্বামীকে সে সম্পূর্ণ পায় নি, পাবেও না। হিংসায় জলে পুড়ে মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির সৃষ্টি করে স্বর্ণ বিছানা নিল। বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও যখন কিছুতেই কিছু হয় না, তখন এলেন স্নায়বিক ও মাথার পীড়ার স্পেশালিষ্ট ডাঃ চ্যাটার্জ্জি।

তিনি বুঝলেন যে সলিল আর তার মায়ের ওপর স্বর্ণের এই যে বিতৃষ্ণা, এর থেকেই অসুখের উৎপত্তি। ব্যবস্থা হ'লো সলিল আর তার মা কিছুদিন অন্যত্র—সলিলের দিদির বাড়ীতে থাকবেন। অন্ততঃ একমাস তাঁরা আর এখানে আসবেন না।

সলিলরা চলে গেল। মা'র অশান্তির সীমা নেই। তাঁরই জন্যে সলিলের এই দুর্গতি। সলিল নিজেও যেন নিজের কাছে লজ্জিত। সে ভালবাসতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু আরতিকে ভুলতে পারে না। স্বর্ণর কিন্তু সলিলকে চাই। সে স্বামীর ভালবাসা পাবার জন্য সব কিছুই করতে পারে।

নার্স এসে সেবা শুশ্রূষার ভার নিল। অদৃষ্টের চক্রে এই নার্সই আমাদের আরতি। এখন মালতী রায় নামে পরিচিত। ডাঃ চ্যাটার্জ্জি এরই দক্ষতার ভরসায় এই দুর্ব্বল রোগীকে হাতে নিয়েছেন। আরতির সেবা-শুশ্রূষায় স্বর্ণ প্রায় সেরে উঠল। তবে হার্টের অসুখ—কখন কি হয় তা বলা যায় না।

স্বর্ণ আরতির কাছে তার স্বামীর কথা বলে। আরতি জানে সরোজ বাবুর স্ত্রীর সে সেবা করছে। সরোজ বাবুই যে সলিল, আরতি তা জানে না।

একমাস পরে। আরতি স্বর্ণকে সাজগোজ করিয়ে দিয়েছে, তার স্বামী আজ আসবে। সলিল এসে—আরতিকে দেখল স্বর্ণের নার্স রূপে!

স্বর্ণ বুঝল না, এই নার্সের উপর সলিলের কেন এই অদ্ভুত মনোভাব। সে লক্ষ্য করল, নার্স এলেই সলিল কেমন যেন হয়ে যায়। স্বর্ণের মনে সন্দেহ জাগল। তার স্বামী কি............?... স্বর্ণ আর ভাবতে পারে না। আরতিকে ডেকে বলল, তুমি ওঁর সামনে বেরিও না।" যে নার্স তার বন্ধু ছিল, সে হ'লো আজ তার শত্রু!

আরতি ডাঃ চ্যাটার্জ্জিকে বললে—"আমাকে অন্যত্র কাজ দিন, আমি এখানে কাজ করব না।" কিন্তু তিনি শুনলেন না, বুঝলেন না, কেন তাঁরই হাতে গড়া মালতী আজ তাঁর কথার উপর কথা বলছে। মালতীকে থাকতেই হ'লো।

স্বর্ণের সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে তার অসুখও বৃদ্ধি পেল। তারপর স্বর্ণ ফন্দি করে' জানতে পারল যে, সলিলের সঙ্গে এই নার্সের পূর্ব্বেই আলাপ ছিল। রাগে, হিংসায় অন্ধ স্বর্ণ বিছানা ছেড়ে উঠে এল যেখানে সলিল আর আরতির মধ্যে কথা হচ্ছিল।

দুর্ব্বল রোগী, অস্বাভাবিক উত্তেজনা—বুঝাবার চেষ্টা করেও কিছু হ'ল না।... স্বর্ণ মরল।

কিন্তু স্বর্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সলিলের এবং আরতির জীবনে কি ঘটল—তারই ঘাতপ্রতিঘাত পূর্ণ পরিচয় আপনারা দেখতে পাবেন পর্দ্দার ওপর।

সঙ্গীতাংশ

(১)

জানিনা কবে কার পরশ পেয়ে
গানের পাখীটা মোর
উঠিল গান গেয়ে ॥
মনের বনছায়া
রচিল কি যে মায়া
ফুটিল মুকুলিকা
কানন ছেয়ে
পরশ পেয়ে ॥
দখিণা বাতায়নে উতলা হাওয়া
বুঝিনা কেন করে আসা ও যাওয়া
না পাওয়া উপহার
আনে সে বারে বার
না দেখা স্বপনের
পথটি বেয়ে—
পরশ পেয়ে ॥

শ্রীহাসিরাশি দেবী। —" আরতি "

(২)

আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে
আমি তাইতে কি ভয় মানি ?
জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছে ত হাতখানি।
চাওয়া পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোন মতে
এখন সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি।
জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছে ত হাতখানি।
আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ অন্ধ-করা,
তোমার পরশ থাকুক আমার হৃদয় ভরা।
জীবন দোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে
এখন জীবন মরণ দু'দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি।
জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছে ত হাতখানি।

'রবীন্দ্রনাথ'— —" আরতি "

(৩)

ও মিতালী সই লো
মনের কথা কই লো।
বর এলো তোর ঘরে,
রাঙা সিঁদুর দেলো সিঁথির পরে।
শালবনেরি ধারে থেকে
ঘুমতি নদীর পাড় থেকে
সে এনেছে কি ?
পুঁতির মালা কাঁচের কাঁকণ
দে পরিয়ে দি।

চাঁদ ডুবেছে পাহাড়ে
লাজ তবে তোর কাহারে
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝাউয়ের বন বাতাস নাহি নড়ে
আড়ি পেতে তোমায় ওরা দেখবে কেমন ক'রে
বর এল তোর ঘরে।
ও মিতালী তুই যে বোকা
শিখিয়ে দেবো বেদের ধোকা
পোষ মানাবি চোখের চাওয়ায় পোষ না মানা বরে
বর এলো তোর ঘরে।

অজয় ভট্টাচার্য্য। —সাঁওতালী।

(৪)

কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া!
এসেছ কি হেথা তুমি পথ তব ভুলিয়া?
তোমার লাগিয়া আজ
পরিনি মিলন সাজ
বিরহ শয়নে ছিনু আঁখি ছলছলিয়া
কে জানিত ছিল মোর দোরখানি খুলিয়া!
ধরিব তোমার কর
দাঁড়াও পথিক বর
গেঁথে নি কুসুম মালা তুলি প্রেম কলিয়া
না হইতে মালাগাঁথা যেও নাকো চলিয়া!

"অতুল প্রসাদ সেন." —"স্বর্ণলতা"

৯৮।৪, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা প্রিন্টিং কোম্পানী হইতে
শ্রীনন্দলাল মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

MP

PRODUCTIONS

1941

1941